মৃত্যু পরিচয়।

অর্থাৎ

চরক সংহিতার ইন্দ্রিয় স্থান।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা, নিমতলা ঘাট ইষ্ট্রিট ৮ সংখ্যক ভবন
হইতে শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা
প্রকাশিত।

দমদমা।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে
শ্রীবেণীমাধব বসাক দ্বারা মুদ্রিত।
ইং ১৮৯২ বাং ১২৯৯ সাল।

মৃত্যু পরিচয় অর্থাৎ চরক সংহিতার ইন্দ্রিয় স্থানের সুচীপত্র।

ইতি মৃত্যু পরিচয় অর্থাৎ চরক সংহিতার ইন্দ্রিয় স্থানের সূচীপত্র।

সমাপ্ত।

মৃত্যু পরিচয়।

চরক সংহিতার ইন্দ্রিয় স্থান।

বর্ণস্বরীয় ইন্দ্রিয় নাম—প্রথম অধ্যায়।

আয়ুর পরিমাণ জ্ঞাপক।

চিকিৎসক আয়ুর পরিমাণ বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপদেশ দ্বারা রোগীর বর্ণ, স্বর, গাত্র, মলমূত্রাদির গন্ধ, ঘর্ম্ম, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ভক্তি, ইচ্ছা, শীল, শৌচ, আচার, স্মৃতি, আকৃতি, বল, গ্লানি, তন্দ্রা, কর্ম্ম, গাত্রভার বা হালকা, আহার, আহারের পরিমাণ, উপাগমন, অপগম, ব্যাধি, ব্যাধির পূর্ব্বরূপ, বেদনা, উপদ্রব, ছায়া, প্রতিচ্ছায়া, স্বপ্ন দর্শন, দূতাধিকার, চিকিৎসক রোগী দর্শনে গমন সময়ে পথে উৎপাত দর্শন, রোগীর গৃহের অবস্থা, ভেষজ-সংবৃত্তি এবং ঔষধের বিকারের যুক্তি এই সমুদায় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

উক্ত পরীক্ষা সকলের মধ্যে কতকগুলি পুরুষের অনাশ্রিত ও কতকগুলি আশ্রিত। অনাশ্রিত পরীক্ষা আপ্তোপদেশ ও যুক্তি দ্বারা আর আশ্রিত পরীক্ষা প্রকৃতি ও বিকৃতি অনুসারে করিবেক।

প্রকৃতি।

জাতি, কুল, দেশ, কাল, বয়স, আত্মা এই সমুদায় দ্বারা প্রকৃতি নিশ্চিত হয়।

বিকৃতি।

দেহের কোন বিকার উৎপন্নের নাম বিকৃতি। যে বিকৃতি নিদান স্থানে বলা হইয়াছে, তাহার নাম, লক্ষ্য নিমিত্ত বিকৃতি। যথা - রুক্ষাদি জন্য বাতাদি প্রকোপ রূপ বিকৃতি জন্মে।

নিমিত্তানুরূপা বিকৃতি।

কার্য্যজনক ও কার্য্যবোধক নিমিত্তের ন্যায় এই বিকৃতিরও ফল দৃষ্ট হয়। যেমন রিষ্ট নাম বিকৃতি মরণবিষয়ে অথবা মরণরূপ কার্য্যের উৎপাদন জন্য হয়। ইহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই নিমিত্তার্থানুকারিণী বিকৃতিকে আয়ুর প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অপর প্রেতচিহ্ন আয়ুর ক্ষয় জন্য বলিয়া উপদেশ দেন।

শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশ্যাম, শ্যামগৌর এবং গৌর এই কয়েকটি শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ, ইহার অতিরিক্ত যে সকল বর্ণ আছে, তৎসমুদায় সাদৃশ্য অনুসারে অথবা তদ্বর্ণজ্ঞানী ব্যক্তির নির্দ্দেশ দ্বারা জানিবে।

শরীরের অস্বাভাবিক বর্ণ।

নীল, শ্যাম, তাম্র, হরিত ও শুক্ল এই সমুদায় শরীরের অস্বাভাবিক বর্ণ। আর যে সমুদায় অস্বাভাবিক বর্ণ বলা গেল না, তৎসমুদায় তদ্বর্ণজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে

পূর্ব্ববর্ণ অপেক্ষা বিকৃত অথচ অভূতপূর্ব্ব বিকৃতবর্ণকে অরিষ্ট বলিয়া জানিবে। এই রূপে শরীরের প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক বর্ণ বলা হইল।

অরিষ্ট বর্ণ।

যদি অর্দ্ধ শরীরে প্রাকৃতিক বর্ণ ও অর্দ্ধশরীরে বৈকৃতিক বর্ণ সম বিভাগে দেখা যায় এবং বাম, দক্ষিণ, পূর্ব্ব অর্থাৎ সম্মুখেরদিকে, পশ্চিম অর্থাৎ পৃষ্ঠে, উত্তর, অধো, অন্তর অর্থাৎ নাক কানের মধ্যে এবং বহির্ভাগে এই রূপ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সে রোগীর এই সমুদায় অরিষ্ট বলিয়া জানিবে।

মৃত্যু চিহ্ন।

রোগীর মুখে অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানে উক্ত রূপ বর্ণভেদ দেখা যায়, তবে সে রোগীর মরণ লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

অপর শরীরের এক ভাগে গ্লানি, এক ভাগে হর্ষ, এক ভাগে স্নেহ ও অন্য ভাগে রুক্ষতা ইত্যাদি বিকৃতি দেখিলে মৃত্যু চিহ্ন জানিবে।

মুখে বিপ্লব, ব্যঙ্গ, তিলকা, অলকা এবং পিড়কা এই সকলের মধ্যে কোনটি প্রকাশ হইলে সে রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু জানিবে।

বৈকারিক বর্ণ।

চোখ, মুখ, নখ, মল, মুত্র, হাত, পা এবং ওষ্ঠ প্রভৃতিতে কোন বৈকারিক বর্ণ প্রকাশ হইলে রোগীর অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে। বল, বর্ণ এবং ইন্দ্রিয় সকলের হীনতাও আয়ুঃক্ষয়ের লক্ষণ। অপর সহসা কোন বৈকা-

রিক ভাবের উৎপন্ন হইলে রোগীর অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

ইতি বর্ণাধিকার।

অথ স্বরাধিকার।

প্রকৃত স্বর।

মানবের প্রকৃত স্বর হংস-চক্রবাক-বক-দুন্দুভি-চটক-পক্ষী-কাক-কপোত এবং ঝর্ঝর এই সমুদায়ের শব্দ সদৃশ। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় প্রকৃতস্বর আছে, তৎসমুদায় সাদৃশ্য অনুসারে অথবা তত্তৎপুরুষের স্বরজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জানিবে।

বৈকারিক স্বর।

বৃষ বা মেষের ন্যায় অব্যক্ত, রুক্ষ, গদগদ, দুরুচ্চার্য্য এবং উপর্য্যুপরি উচ্চার্য্যমান স্বর সমুদায় রোগীর বৈকারিক স্বর বলিয়া জানিবে।

মৃত্যু লক্ষণ।

শরীরে অর্দ্ধ বা সমস্ত বৈকারিক বর্ণের উৎপত্তি হইলে সে রোগী অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মুখের অর্দ্ধ ভাগে নীল, শ্যাম, তাম্র বা রক্তবর্ণ অপর অর্দ্ধেকে স্বাভাবিক বর্ণ দৃষ্ট হইলে অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে।

মুখের অর্দ্ধ ভাগ স্নিগ্ধ, অর্দ্ধভাগ রুক্ষ, অর্দ্ধভাগ উপচিত ও অর্দ্ধভাগ ক্ষীণ হইলে প্রেতলক্ষণ অর্থাৎ মৃত্যুচিহ্ন জানিবে।

মুখে বিপ্লব, ব্যঙ্গ, তিলকা ও রাজিকা জন্মিলে সে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

নখ ও দন্তে পুষ্প, দন্তে ক্লেদ বা চূর্ণ উৎপত্তি হইলে তাহার মৃত্যু লক্ষণ জানিবে।

রোগীর বল ক্ষীণ হইয়া যদি হাত, পা, ওষ্ঠ, চক্ষুঃ, মল, মূত্র ও নখ বিবর্ণ হয়, তবে তাহার মৃত্যু লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

যাহার ওষ্ঠদ্বয় পাকা জামের ন্যায় হয় তাহার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।

যাহার সহসা বা অনেক বৈকারিক স্বরের উৎপত্তি হয় সে মরিয়াছে জানিবে।

বল ও মাংসক্ষীণ এবং স্বর ও বর্ণের বিকৃতি হইলে তাহার মৃত্যু লক্ষণ জানিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক অনুবাদে
ইন্দ্রিয় স্থানে বর্ণস্বরীয় নাম প্রথম অধ্যায়।

পুষ্পিতক ইন্দ্রিয়নাম-দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুষ্প ও অরিষ্ট।

পুষ্প যেমন ভাবি ফলের পূর্ব্ব রূপ, অরিষ্টও তেমনি মৃত্যুর পূর্ব্ব রূপ। কিন্তু অনেক পুষ্প আছে তাহার ফল হয় না এবং অনেক ফল আছে তাহার পুষ্প হয় না, কিন্তু এমন অরিষ্ট নাই যে, মরণ ব্যতিরেকে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে।

মৃত্যু লক্ষণ।

যাহার শরীরে পুষ্পের গন্ধ পাওয়া যায়, সে এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবে। শরীরে পুষ্প-গন্ধই অরিষ্ট।

শরীরে কোন রূপ দুর্গন্ধ লক্ষিত হইলে অরিষ্ট বিশিষ্ট জানিবে।

ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক অকারণ কোন রূপ গন্ধ শরীরে উৎপন্ন হইয়া স্থায়ী হইলে সে এক বৎসরের মধ্যে জীবন পরিত্যাগ করিবে।

মৃত্যু চিহ্ন রূপ রস।

আয়ুঃ শেষ হইলে মনুষ্য শরীরের রস দুই প্রকারে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। যথা বৈরস্য ও স্বাদু।

বৈরস্য রসে মশা মাছি বসে না, স্বাদুরসে কখনও ত্যাগ করিতে চাহে না বরং পুনঃ পুনঃ উড়িয়া উড়িয়া শরীরে পড়িতে থাকে। স্নান বা চন্দনাদি লেপনেও যায় না।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক অনুবাদে পুষ্পিতক ইন্দ্রিয় নাম দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরিমর্ষণীয় নাম—তৃতীয় অধ্যায়।

স্পর্শ বিষয়ক মৃত্যু লক্ষণ।

শরীরের যে যে স্থান সর্ব্বদা স্পন্দিত হইয়া নিস্পন্দ, এই রূপ উষ্ণ হইয়া শীতল, মৃদু হইয়া কঠিন, মসৃণ হইয়া খর, অসার সন্ধি সকল শিথিল, মাংস ও রক্তক্ষীণ, পূর্ব্ব অবস্থা অপেক্ষা দেহের অত্যন্ত দারুণতা, সর্ব্বদা ঘাম বা সর্ব্বাঙ্গে স্তম্ভভাব এই সমুদায় মৃত্যুর লক্ষণ জানিবে।

মৃত্যু লক্ষণ।

রোগীর হাত, পা, উরু, জঙ্ঘা, নিতম্ব, উদর, পার্শ্ব, পিঠদাঁড়া, ঘাড়, তালু, ঠোঁট এবং কপালে ঘর্ম্ম, শৈত্য,

স্তব্ধ, দারুণ, মাংস ও রক্তের ক্ষীণ দৃষ্ট হইলে সে শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে।

যে রোগীর পায়ের গোড়ালি, হাঁটু, কুঁচকি, মলদ্বার, অণ্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, নাভি, কাঁধ, স্তন, হাত ও বাহুর সন্ধি, হনু, চর্ম্ম, কান, নাক, চোখ, ভ্রূ, শঙ্খ অর্থাৎ কপালের এক দেশ প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করিয়া শিথিল, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাওয়া এবং স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলে নিশ্চয় সে প্রাণত্যাগ করিবে।

রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস, গলায় পার্শ্বদ্বয়ের শিরা, দন্ত, পক্ষ্ম, চক্ষুঃ, কেশ, লোম, উদর, নখ এবং আঙুল সকল হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইলে তাহার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে।

রোগীর গলার পার্শ্বদ্বয়ের শিরা স্পন্দিত বোধ না হইলে মৃত্যু নিকট জানিবে।

যে রোগীর চক্ষের পক্ষ্ম সকল জটা বাঁধিয়া যায়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে।

রোগীর চক্ষুদ্বয় প্রকৃতি হীন, বিকৃতি-যুক্ত, অত্যন্ত নির্গত, অত্যন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট, অত্যন্ত বক্র, অত্যন্ত বিষম অর্থাৎ একটি সংবৃত অপরটি বিকশিত, চক্ষুদ্বয় হইতে অত্যন্ত জল নির্গমন, অত্যন্ত শিথিল, সর্ব্বদা উন্মীলিত বা নিমীলিত, নিমেষ ও উন্মেষে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত, ঘুলিতচক্ষু, বিপরীত-হীন ও দূরদর্শী, দিনে সমস্ত বস্তুর রূপ সাদা, কাল, নীল, পীত, শ্যাম, তাম্র, সবুজ, হল্‌দে ইত্যাদি বিকৃত বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ দেখিলে নিশ্চয় সে রোগী প্রাণত্যাগ করিবে।

যদি রোগীর চুল বা লোম ধরিয়া টানিলে উঠিয়া

যায়, কিন্তু যদি সে জানিতে না পারে, তবে তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে।

রোগীর উদরে শ্যাম, তাম্র, নীল, হরিদ্রা ও শুক্লবর্ণ শিরা দেখা দিলে, সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবে।

রোগীর নখ রক্ত ও মাংস হীন হইয়া পাকা জামের সমান কাল বর্ণ হয়, তবে সে শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিবে।

যে রোগীর আঙুল ধরিয়া টানিলে শব্দ না হয়, তাহার মৃত্যু নিকট জানিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক অনুবাদে
ইন্দ্রিয় স্থানে পরিমর্ষণীয় নাম তৃতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়ানীক ইন্দ্রিয় নাম-চতুর্থ অধ্যায়।

মৃত্যু জ্ঞান।

যে আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় পদার্থময় এবং পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় শূন্যময় দেখে সে অচিরাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি আকাশে দেবতারূপ বায়ু দেখিতে পায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিতে পায় না, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিবে।

যে ব্যক্তি অনাবৃত, সুবিমল, স্থির বা অস্থির জল জালের দ্বারা আবৃত দেখিতে পায় সে অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করে।

যে ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় নানা প্রকার ভূত, প্রেত, রাক্ষস আদি অদ্ভুত দর্শন করে, সে কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

যে ব্যক্তি প্রকৃত বর্ণ অগ্নিকে নীল, নিষ্প্রভ, কৃষ্ণ বা শুক্লবর্ণ দেখে সে সাত দিনের অধিক বাঁচে না।

যে ব্যক্তি মেঘ ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ দর্শন করে, সে নিশ্চয় মৃত্যু মুখে পতিত হইবে।

যে ব্যক্তি মেঘাদি দ্বারা অনাবৃত চন্দ্র বা সূর্য্যকে কালবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত মাটীর পাত্রের সমান দেখিতে পায়, তাহার মৃত্যু নিকট হইয়া আসিয়াছে জানিবে।

যে ব্যক্তি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ভিন্ন তিথিতে চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ দেখিতে পায়, সে রোগী বা নিরোগী যাহাই হউক, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে জানিবে।

যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূর্য্য, দিনে চন্দ্র, অগ্নি ভিন্ন পদার্থে ধূম অথবা অগ্নিকে প্রভা শূন্য দেখে, সে শীঘ্রই যমালয়ে যায়।

যে ব্যক্তি প্রভাশূন্য পদার্থকে প্রভাবিশিষ্ট ও প্রভাবিশিষ্ট পদার্থকে নিষ্প্রভ এবং প্রকৃত লক্ষণের অন্যথা বোধ করে, সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবে জানিবে।

মনুষ্যের আয়ু শেষ হইলে, পৃথিবী আদি পঞ্চভূত বা শরীরের অবয়বের আকার বর্ণ ও সংখ্যা বিপর্য্যয় ভাবে দেখিয়া থাকে। আরও যেখানে যেরূপের কোন কারণ নাই সেখানে সেই রূপ দেখে।

যে ব্যক্তি অদৃশ্য পদার্থ দেখিতে পায় এবং দৃশ্য পদার্থ দেখিতে পায় না, এই উভয় ব্যক্তির মরণ শীঘ্র জানিবে।

যে ব্যক্তি শব্দ নাই অথচ শব্দ শুনিতে পায় এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট শব্দ শুনিতে পায় না, বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা

দুই জনকেই গতায়ু বলিয়া থাকেন।

যে রোগী হাত দিয়া দুই কান চাপিয়া ধরিলে, সাঁ সাঁ শব্দ শুনিতে না পায়, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গন্ধকে অপকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট গন্ধকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করে, বা একবারেই কিছুই বোধ করে না, তাহাকে গতায়ু বলিয়া জানিবে।

যে ব্যক্তি মুখরোগ ব্যতিরেকে কোন রস যথার্থ রূপে বুঝিতে না পারে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাহাকে প্রাপ্ত কাল বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীত, শীতকে উষ্ণ, খরকে শ্লক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণকে খর, মৃদুকে কঠিন এবং কঠিনকে মৃদু বলিয়া বোধ করে, অপর স্পর্শ যোগ্য বস্তু স্পর্শ করিয়া অন্যথা বোধ করে, তাহাকে গতায়ু বলিয়া জানিবে।

যে ব্যক্তি উগ্র তপস্যা ও যোগ ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত পদার্থ দেখিতে পায় সে নিশ্চয়ই বাঁচে না।

যদি কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ্ঞান ব্যতিরেকে দোষশূন্য শব্দাদি পদার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি হয়, সে আর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না।

যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থাতেও বুদ্ধির বিপর্য্যয় বশতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বিকৃতি দেখিতে পায়, তাহার মৃত্যু অতি নিকট হইয়াছে জানিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক অনুবাদে
ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয়ানীক ইন্দ্রিয় নাম
চতুর্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বরূপীয় ইন্দ্রিয় নাম-পঞ্চম অধ্যায়।

রোগ এবং স্বপ্ন জনিত মৃত্যু।

নিদান স্থানে জ্বরাধিকারে রোগের যে পূর্ব্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত মাত্রা হইলে সে রোগীর নিশ্চয় মৃত্যু জানিবে।

যাহার হীন বল অথচ নিত্য সর্দ্দি সে যদি স্ত্রীসংসর্গে আশক্ত হয়, তাহার মৃত্যুর জন্য যক্ষ্মা রোগ নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে কুকুর, উট বা গাধায় চড়িয়া দক্ষিণ-দিকে যায়, তাহাকে অতি শীঘ্র যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করিয়া যমালয়ে লইয়া যায়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় মৃত ব্যক্তির সহিত মদ্য পান করে এবং কুকুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, সে ঘোরতর জ্বরে আক্রান্ত হইয়া না মরে না বাঁচে।

যে ব্যক্তি আকাশ আলতায় রঙ্ করা কাপড়ের ন্যায় দেখিতে পায়, সে রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় রক্তবর্ণ মালা ধারণ করিয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত দেখিতে পায় এবং হাঁসিতে হাঁসিতে কোন নারী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, সে ব্যক্তি রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

গুল্মরোগে রোগীর শূল, আটোপ, অন্ত্রকুজন, নখ, চক্ষু প্রভৃতি বিবর্ণ এবং দুর্ব্বল হইলে, সে আর বাঁচে না।

স্বপ্নে হৃদয়ে কাঁটাযুক্ত লতা জন্মিয়াছে দেখিতে পাইলে, নিশ্চয় জানিবে যে গুল্মরোগ তাহার বিনাশের জন্য প্রবেশ করিয়াছে।

যাহার শরীর অল্পমাত্র শস্ত্রতৃণাদি স্পর্শে অধিক ফাটিয়া যায় এবং কোন রূপ ক্ষত হইলে শুকায় না, নিশ্চয় তাহার কুষ্ঠ রোগে মৃত্যু হইবে জানিবে।

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় উলঙ্গ হইয়া গাত্রে ঘৃত মাখিয়া শিখাহীন অগ্নিতে হোম করে এবং বক্ষঃস্থলে পদ্ম জন্মিয়াছে দেখিতে পায়, তবে সে নিশ্চয় কুষ্ঠ রোগে মরে।

স্নান ও চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য মাখিলেও যাহার শরীরে মাছি ধরে, সে প্রমেহ রোগে মরে।

যে স্বপ্নাবস্থায় চণ্ডালের সহিত বহুবিধ স্নেহ পান করে, সে প্রমেহ রোগে মরে।

উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া ধ্যানে মগ্ন, অকারণ পরিশ্রান্ত, উদ্বেগযুক্ত, অকারণে মোহ প্রাপ্ত, কার্য্যে অনিচ্ছা এবং দুর্ব্বল হইলে সে সেই উন্মাদ রোগেই মরে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উন্মাদ রোগীকে আহারদ্বেষী, হতজ্ঞান এবং উদর্দ্দরোগাক্রান্ত দেখিয়া মুমূর্ষু বলিয়া নিশ্চয় করেন।

উন্মাদগ্রস্ত রোগী সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত, অত্যন্ত ভীরু, হাস্যে রত, পিপাসিত ও মূর্চ্ছিত হইলে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে।

যে জন স্বপ্নাবস্থায় রাক্ষসদিগের সহিত নাচিতে নাচিতে জলে মগ্ন হইয়া অবসন্ন হয়, সে শীঘ্রই উন্মাদ

রোগে আক্রান্ত হইয়া যমালয়ে যায়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মৃত ব্যক্তি কর্তৃক অধঃশিরা হইয়া নীত হয়, তবে তাহার অপস্মার রোগে মৃত্যু হয়।

জাগ্রতাবস্থায় যাহার হনু, মন্যা ও নেত্র দ্বয় স্তব্ধ হয়, তাহার ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় পিটে খাইয়া জাগরিত হইয়া তাহাই বমন করে, সে আর বাঁচে না।

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় আপনার মস্তকে বাঁশ, লতা ও গুল্ম জন্মিয়াছে, পক্ষী সকল মাথায় বাস করিতেছে, মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে, শকুনি, উলুক, কাকপ্রভৃতি পক্ষী সকল ও রাক্ষস, প্রেত, পিশাচ, স্ত্রী, চণ্ডাল আপনাকে বেষ্টন করিয়াছে, আরও বংশ, বেত্র, লতা, পাশ, তৃণ এবং কণ্টক প্রভৃতি সঙ্কটে পতিত ও মুগ্ধ হইয়া নির্গমনের পথ না পায়, স্বপ্নে যাইতে যাইতে ধূলি দ্বারা আবৃত ভূমিতে, বল্মীকে, ভস্মরাশিতে, শ্মশানে বা গর্ত্তে পতিত হয়, কলুষিত জলে, পঙ্কে, অন্ধকারাবৃত কূপে মগ্ন বা স্রোতে পতিত হইয়া শীঘ্র তদ্দ্বারা দূরে নীত হয়, স্নেহ পান ও স্নেহ মর্দ্দন করে, বদ্ধ ও পরাজিত হয়, স্বপ্নে স্বর্ণলাভ, কলহ, বমন এবং মলত্যাগ করে, স্বপ্নাবস্থায় চর্ম্মপাদুকা বিনাশ, শরীরে ধূলি ও চর্ম্মের পতন হয়, হাস্য করে, কুপিত পিতা প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক তিরস্কৃত হয়, স্বপ্নে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, দেবতা, দস্তা প্রদীপ ও চক্ষুর পতন বা বিনাশ, পর্ব্বতের ভেদ, রক্তপুষ্প বিশিষ্ট বন এবং পাপ কর্ম্মের

গৃহে প্রবেশ করে, অন্ধকার গুহে প্রবেশ, উলঙ্গ ও রক্ত-বর্ণমালা ধারণ করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে গানর যুক্তযানে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ, কষায় বস্ত্রধারী. অসাধু, উলঙ্গ, দণ্ডধারী, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট লোক দর্শনে ইচ্ছা, কৃষ্ণবর্ণা, পাপীয়সী, আচারভ্রষ্টা, দীর্ঘকেশী, দীর্ঘনখী, দীর্ঘস্তনী, মলিনবস্ত্রা ও কুৎসিত মাল্যধারিণী পিশাচিনীকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি রোগী হইলে মৃত্যু হয়, অরোগী হইলে ঘোরতর রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুকষ্টে বাঁচে।

স্বপ্ন দর্শনে ফলাফল।

বায়ু পিত্ত ও কফ অত্যন্ত প্রবল হইয়া মনোবাহী স্রোত সমূহে প্রবেশ করিলে পুরুষ ভাল মন্দ স্বপ্ন দর্শন করে। এই রূপ অল্প নিদ্রায় ইন্দ্রিয় সমুদায়ের চালক মনের দ্বারা নানাবিধ স্বপ্ন দর্শন করে।

পণ্ডিতেরা সেই স্বপ্ন দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক অর্থাৎ ভাবি শুভাশুভ ফলসুচক এবং প্রবল বাতাদি দোষজ বিষয়ভেদে সাত প্রকার বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি স্বপ্ন, দিবা স্বপ্ন, অতিহ্রস্ব ও দীর্ঘস্বপ্ন অফল বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন।

প্রথম রাত্রের স্বপ্নে অতি অল্প ফল. স্বপ্ন দেখিয়া পুনরায় নিদ্রা না হইলে সেই স্বপ্নে সত্বই মহাফল ফলিয়া থাকে।

অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিয়াও সেই নিদ্রাতে

সৌম্য ও শুভাকার স্বপ্ন দেখে, তাহারও শুভফল জন্মিয়া থাকে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক অনুবাদে
ইন্দ্রিয়স্থানে পূর্ব্বরূপীয় ইন্দ্রিয় নাম
পঞ্চম অধ্যায়।

কতমানি শরীরীয় ইন্দ্রিয় নাম-ষষ্ঠ অধ্যায়।
যে সকল রোগে ঔষধ ও চিকিৎসা
বিফল হয়।

যাহার কথা বলিবার সময়ে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেদনা এবং উদরস্থ ভুক্তান্ন ঊর্দ্ধ বা অধোদিক্ দিয়া নির্গত বা উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হয় না, যাহার ক্রমশঃ বল হীন ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইয়া থাকে এরূপ রোগীকে পরিত্যাগ করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

যাহার গম্ভীরজা হিক্কা বর্ত্তমান, অথচ রক্ত নির্গত হইতে থাকে, আত্রেয় ঋষির আদেশানুসারে এরূপ রোগীকে ঔষধ দিবে না।

যদি রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির আনাহ ও অতিসার উভয় রোগ বিদ্যমান থাকে তবে তাহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে জানিবে।

দুর্ব্বল রোগীর আনাহ ও তৃষ্ণা হইলে অল্প কালের মধ্যে মৃত্যু হয়।

যাহার পূর্ব্বাহ্নে জ্বর, শুষ্ককাস, বল ও মাংস হীন হইলে সে নিশ্চয় মরে।

গুল্মরোগীর মল মূত্র গ্রথিত হইয়া নির্গত হইলে,

কোষ্ঠস্থ অগ্নির উষ্মা না থাকিলে অপর সেই অবস্থায় শ্বাস দেখা দিলে, সে আর বাঁচে না।

কুক্ষিস্থ শোথ হাতে পায়ে বিসর্পিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু হয়

যাহার দুই পায়ে, শোথ, জঙ্ঘার মাংস শিথিল ও অবসন্ন হইলে বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

হাত, পা, মলদ্বার ও উদরে শোথ এবং বল, বর্ণ ও আহারের হীনতা দেখিলে তাহাকে ঔষধ দেওয়া চিকিৎসকের উচিত নহে।

যাহার বক্ষঃস্থল হইতে নীল, পীত এবং লোহিত বর্ণ শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা নির্গত হইতে থাকে, দূর হইতেই সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

যাহার শরীর রোমাঞ্চ, মূত্রের ঘনত্ব, শোথ, কাস ও জ্বর এই সমুদায় সত্ত্বেও তাহার উপর মাংস বলের হীনতা দেখিলে চিকিৎসা করিবেক না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া, অত্যন্ত কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ হইয়া রোগী কৃশ ও বলহীন হইলে উহার চিকিৎসা নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়া রাখিবে।

বিনাশের নিমিত্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির জ্বরাতিসারের পর শোথ বা শোথের পর জ্বরাতিসার হয়।

পাণ্ডুবর্ণ উদর, কৃশ, অত্যন্ত পিপাসাযুক্ত, তন্দ্রাবলোকী, সংরম্ভযুক্ত এবং কুপিতোচ্ছ্বাস ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবেক না।

যাহার হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, তৃষ্ণা, অতিশয় বলহানি এবং প্রাণবায়ু কেবল হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাকে ত্যাগ করিবে।

যে ব্যক্তি ম্লান ও হাত পা ছোঁড়ে, যে কিছুতেই সুখ পায় না, যাহার বল ও মাংসের ক্ষীণতা দেখা যায়, তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে।

যাহার পরস্পর বিরোধী কারণ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা বিরোধী হইলে যে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়।

যাহার বল, বিজ্ঞান, সুস্থতা, গ্রহণী, মাংস এবং রক্ত এই সমুদায় ক্ষয় হইতে থাকে, সে অতি শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিবে।

যাহার বিকৃতি ভাবের বৃদ্ধি ও প্রকৃত ভাবের হানি হইতে থাকে, মৃত্যু সহসা তাহার জীবন নষ্ট করে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক সংহিতা
অনুবাদে ইন্দ্রিয়স্থানে কতমানি শরীরীয়
ইন্দ্রিয় নাম ষষ্ঠ অধ্যায়।

অন্নরূপীয় ইন্দ্রিয় নাম-সপ্তম অধ্যায়।

চিকিৎসার অযোগ্য মৃত্যুলক্ষণ ইত্যাদি।

কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নেত্রে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার নাম কুমারিকা। যে রোগী অন্য পুরুষের নেত্রস্থ ঐ কুমারিকা দেখিতে না পায়, অপর তাহার চক্ষুতে কুমারিকা যদি দেখা না যায়, তবে তাহাকে অনিষ্টকারিণী কুমারিকা বলিয়া চিকিৎসা করিবে না।

যে ব্যক্তি জ্যোৎস্না, রৌদ্র, প্রদীপ, জল ও দর্শনে নিজ অঙ্গের ছায়া বিকৃত ভাবে অর্থাৎ হাত পা মাথা হীন দেখিতে পায়, সে আর অধিক দিন বাঁচে না।

ছায়ায় আপনার অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিলে মুমূর্ষু লক্ষণ জানিবে।

স্বপ্নে কোন বিকৃত দৃষ্ট হইলে তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে।

আকৃতি, শরীরের প্রমাণ, প্রতিচ্ছায়া ও ছায়া।

সংস্থানকে আকৃতি বলে। সুষমা ও বিষমা ভেদে আকৃতি দুই প্রকার। মানবের মধ্য, অল্প ও মহদ্ভেদে শরীরের প্রমাণ তিনপ্রকার, প্রত্যেক প্রমাণ ও সংস্থান অনুসারে জল, দর্পন ও রৌদ্র প্রভৃতিতে যে ছায়া পড়ে তাহাকে প্রতিচ্ছায়া বলে। বর্ণ ও প্রভাশ্রিত যে ছায়া তাহার নাম কান্তি।

পঞ্চভূতের ছায়া।

আকাশ আদি পঞ্চভূতের ছায়ার অনেক প্রকার লক্ষণ। যথা-আকাশের ছায়া নির্ম্মল, নীল, স্নিগ্ধ, প্রভা-যুক্ত। বায়ুর ছায়া রুক্ষ, শ্যাম, অরুণ, প্রভাহীন। অগ্নির ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল, দেখিতে অতিসুন্দর। জলের ছায়া বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, নির্ম্মল, অত্যন্ত স্নিগ্ধ। পৃথিবীর ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, ঘন, শ্লক্ষ্ণ, শ্যাম এবং শ্বেতবর্ণ।

উহাদের মধ্যে বায়ুর ছায়া ভাল নহে, মৃত্যু বা ক্লেশের কারণ।

প্রভা।

প্রভা তেজঃ বিশিষ্টা। এই প্রভা সাত প্রকারে বিভক্ত। যথা-রক্ত, পীত, শুক্ল, শ্যাম, হরিত, পাণ্ডুর এবং অসিত। প্রভাবিকাশিনী স্নিগ্ধ ও বিপুলাছায়া শুভা। রুক্ষা, মলিনা ও সঙ্কুচিতা প্রভা অশুভা বলিয়া জানিবে।

ছায়া ও প্রভার ভেদ।

ছায়া ও প্রভার ভেদ করা দুষ্কর। ছায়াদ্বারা আক্রান্ত হইলে বর্ণের উপলব্ধি হয় না। প্রভা অন্য পদার্থের বর্ণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ছায়া নিকটবর্ত্তিনী এবং প্রভা দূরবর্ত্তিনী হইলেও দৃষ্টিগোচর হয়। এই রূপে ছায়া ও প্রভার ভেদ বুঝিবে।

কোনই ছায়া বা প্রভা শূন্য হইতে পারে না। প্রভাশ্রিত ছায়া মানবের সুখের কারণ।

মৃত্যু লক্ষণ।

চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ, ভারিভারি, গণ্ডস্থলে মাংসাধিক্য সর্ব্বদা ত্রাস এবং গাত্রে উষ্ণা দেখিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যাহাকে শয্যা হইতে ধরিয়া তুলিলে মুহুর্মুহু মোহ পায় এবং যাহা কিছু দেখে বা শুনে তাহাতেই নিন্দা করে, সে সাত দিনের অধিক বাঁচে না।

যাহার প্রতিলোমগ ও অনুলোমগ সংসৃষ্ট দোষ হইতে ব্যাধি উৎপন্ন এবং গ্রহণী দুষ্ট সে এক পক্ষের অধিক আর বাঁচে না।

যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ও কৃশ হইয়া অল্পাহার করে কিন্তু অধিক পরিমাণে মল মূত্র ত্যাগ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যে দুর্ব্বল হইয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া অল্প অল্প মল মূত্র ত্যাগ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

যে ব্যক্তি পুষ্টিকারক আহার করিয়াও বল ও বর্ণের ক্রমশঃ হীন হইলে, সে আর বাঁচে না।

যাহার কণ্ঠে কুজন, শ্বাস ও অধিক পরিমাণে পাতলা মল নির্গত হয়, বলহানি, অত্যন্ত পিপাসা এবং মুখশোষ এই সমুদায় লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, সে নিশ্চয় মরিবে।

যাহার শ্বাসের অল্পতা ও কুটিলভাবে শরীর স্পন্দন হয়, মহর্ষি পুনর্ব্বসু তাঁহাকে মৃত বলিয়া বর্ণনা করেন।

যে ব্যক্তি শ্লেষ্মাভিভূত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে শ্বাস ফেলে আর যদি তাহার বল, বর্ণ ও আহারের অল্পতা দৃষ্ট হয়, তবে সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

যাহার চক্ষুদুটি কপালের দিকে উঠে ও মন্যাদ্বয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে থাকে এবং তাহার যদি বলহানি, পিপাসা ও মুখশোষ হয়, তবে সে আর বাঁচিবে না।

যাহার গণ্ডস্থল পরিপুষ্ট, নিদারুণ জ্বর ও কাস থাকে এবং শূল ও অন্নে দ্বেষ জন্মিলে তাহার চিকিৎসায় কোন ফল হয় না।

যাহার মস্তক, জিহ্বা ও চক্ষু উলটাইয়া যায়, ভ্রূদ্বয় নামিয়া পড়ে এবং জিহ্বাতে কাঁটা কাঁটা হয়, তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে।

যাহার পুরুষাঙ্গ ভিতরে প্রবিষ্ট, কোষদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে অপর পুরুষাঙ্গ লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং অণ্ড-কোষ প্রবেশ হইয়া গেলে, তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে।

যাহার অস্থি, চর্ম্ম ও মাংসক্ষীণ এবং আহার করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, সে রোগী এক মাসের অধিক আর বাঁচে না।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরক অনুবাদে
ইন্দ্রিয় স্থানে অন্নরূপীয় ইন্দ্রিয় নাম
সপ্তম অধ্যায়।

অবাক্ শিরসীয় ইন্দ্রিয় নাম- অষ্টম অধ্যায়।

মৃত্যুর লক্ষণ।

যাহার প্রতিচ্ছায়া ঊর্দ্ধপাদ, বক্র ও মস্তক শূন্য হয়, তাহাকে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছাও করিবে না।

যাহার নেত্রপদ্ম সকল জটা বাঁধিয়া যায়, এবং দর্শন শক্তি কমিয়া আইসে তাহাকে কখনই চিকিৎসা করিবেক না।

শুষ্ক ব্যক্তির চক্ষুর পাতা শোথযুক্ত হইয়া পরস্পার মিলিত না হয় এবং নেত্র দুইটি লেপা লেপা বোধ হইলে, সে আর বাঁচে না।

যাহার ভ্রূ বা মস্তকে নানাপ্রকার সিঁতি বা চাকা চাকা দেখিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত রোগী তিন দিনের অধিক বাঁচে না অপর অরোগীর হইলে বড় জোর ছয় রাত্র বাঁচে।

যাহার চুল তুলিলে বা টানিলে জানিতে না পারে, সে রোগী বা অরোগী হউক, ছয় রাত্রের অধিক বাঁচিবে না।

যাহার কেশ সমুদায়ে তৈল না মাখাইলেও তৈল মাখা বলিয়া বোধ হয়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

দুর্ব্বল ব্যক্তির নাসারংশ স্থুল ও শোথযুক্ত না হইয়াও যদি শোথযুক্ত দেখায়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যাহার জিহ্বা বাহিরে নির্গত বা অন্তরে প্রবিষ্ট এবং নাসিকা শুষ্ক হইলে সে আর বাঁচিয়া থাকে না।

বিকারে যাহার মুখ, কর্ণ ও ওষ্ঠদ্বয় শুক্ল, শ্যাব, অত্যন্ত রক্ত বা নীলবর্ণ হয়, সে কখনই রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

রোগে যাহার অস্থি সকল শ্বেতবর্ণ, দন্ত পুষ্পিত ও ক্লেদযুক্ত সে রোগী কখনও আরোগ্য হয় না।

যাহার জিহ্বা অসার, গুরু, খরস্পর্শ, শ্যাব, শুষ্ক, শোথযুক্ত এবং বিসর্পযুক্ত বহির্নির্গত হইলে তাহার সেই প্রেতজিহ্বা মৃত্যুর লক্ষণ জানিবে।

যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার হ্রস্ব ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্ত বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে জানিয়া, চিকিৎসা করিবেক না।

আয়ুঃ ক্ষয় হইলে হাত, পা, মন্যা ও তালু অত্যন্ত শীতল কঠিন বা মৃদু হয়।

যে রোগী জানু দ্বারা জানু ঘর্ষণ ও পা দুইটি তুলিয়া অধঃক্ষেপ করে এবং পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরায় সে কখন বাঁচে না।

যে দাঁতের দ্বারা নখাগ্র এবং নখের দ্বারা চুল ছেঁড়ে ও কাষ্ঠের দ্বারা ভূমি আঁচড়ায় সে কখনই রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থায় দাঁত কড় মড় করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন বা হাস্য করে, অথচ এমত অবস্থায় যদি কোন রূপ দুঃখবোধ না করে, তবে সে কখনই রোগ মুক্ত হইতে পারে না।

যে পুনঃ পুনঃ হাঁসিতে হাঁসিতে মুহুর্মুহু পা ছুঁড়িয়া শয্যায় আঘাত এবং নাক কান প্রভৃতির ছিদ্র স্পর্শ [illegible] আর বাঁচিবে না।

পূর্ব্বে যে সকল বস্তুতে তৃপ্তি বোধ করিত তাহাতে যদি পুনঃ পুনঃ গ্লানি বোধ করে, তবে তাহার মৃত্যু অতি শীঘ্র হইবে।

যে ব্যক্তি মাথা, ঘাড়, পিঠ এবং আপনার শরীরের ভার বহিতে না পারে এবং যাহার হনুদ্বয় মুখের আহার ধারণ না করে, তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে।

যাহার সহসা জ্বর সন্তাপ, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধি সমূহের বিশ্লেষ হয়, তাহাকে মৃত বলিয়া জানিবে।

অল্প শীত যুক্ত কফ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া, প্রত্যূষে মুখ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে, তাহার জীবন দুর্ল্লভ বলিয়া জানিবে।

আয়ু শেষ হইলে, লোকের আহার গলাধঃ হয় না, জিহ্বা ঢুকিয়া যায় এবং বল হানি হইতে থাকে।

যাহার মণিবন্ধ অর্থাৎ হাতের কবজা হইতে কণুই পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিয়া অতি কষ্টে মস্তক বিক্ষেপ করিতে থাকে, যাহার কপাল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত ও সন্ধি সকল বিশ্লেষ হয়, তাহাকে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরকসংহিতা
অনুবাদে ইন্দ্রিয়স্থানে অবাক্‌শিরসীয়
ইন্দ্রিয় নাম অষ্টম অধ্যায়।

যস্যশ্যাব নিমিত্তীয় নাম-নবম অধ্যায়।

আসন্ন মৃত্যু।

ব্যাধি দ্বারা চক্ষু দুইটি ঝুলিয়া পড়িলে, শ্যাব বা হরিদ্বর্ণ হইলে, সে ব্যাধি তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

রোগে সংজ্ঞাহীন ও মুখ শুষ্ক হইলে সে আর বাঁচে না।

শিরা হরিদ্বর্ণ, লোমকূপ সংবৃত এবং অত্যন্ত অম্লাভিলাষী হইয়া পিত্ত জনিত রোগে আক্রান্ত হইলে, শীঘ্রই তাহার মরণ হয়।

হাত, পা, মুখ সুশ্রী হয় অথচ শরীর শুষ্ক ও বল হীন হইতে থাকে, তাহার যক্ষ্মা রোগে নিশ্চয় প্রাণ সংহার করিতেছে।

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির যদি অংসাভিতাপ, হিক্কা, রক্তবমন, আনাহ ও পার্শ্ব শূল হয়, তবে সে নিশ্চয়ই মরে।

বাতব্যাধি, অপস্মার, কুষ্ঠ, শোথ, উদরী, গুল্ম, মধুমেহ, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে রোগীর বল ও মাংস ক্ষয় হইলে তাহার কোন চিকিৎসায় ফল দর্শে না।

বিরেচনের দ্বারা আনাহ দূর হইলেও যাহার তৃষ্ণা ও আধ্মান হয়, সে রোগী কখনই বাঁচে না।

যাহার কণ্ঠ, মুখ ও বক্ষঃস্থল বিশুষ্ক হওয়ায়, পেয় বস্তু পান করিতে না পারে, সে আর বাঁচে না।

স্বরের দুর্ব্বলী ভাব, বল ও বর্ণের হানি এবং অযথা রূপে রোগের বৃদ্ধি হইলে সে রোগী নিশ্চয় মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ঊর্দ্ধশ্বাসগ্রস্ত, উষ্মাহীন ও বঙ্ক্ষণে শূল এবং যে কিছুতেই সুখ পায় না, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে ত্যাগ করিবে।

আমি মরিলাম, আর বাঁচিব না ইত্যাদি যে আপনা আপনি বলে এবং শব্দ না থাকিলেও যে শব্দ শুনে,

তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

দুর্ব্বল রোগীর মাংসরস ও অন্যান্য পুষ্টিকারক রসায়ন ঔষধে এক মাসে কোন বিশেষ না দেখিলে, তাহার জীবন সংশয় জানিবে।

যাহার থুথু, মল ও শুক্র জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

যাহার থুথুতে বহুবিধ বর্ণ দেখা যায় এবং ঐ থুথু জলে ডুবিয়া গেলে তাহার জীবন শেষ হইয়াছে জানিবে।

পিত্ত অত্যন্ত গরম হইলে তাহাকে শঙ্খক রোগ বলে; এই রোগে তিন রাত্রের মধ্যেই জীবন যায়।

যাহার মুখ হইতে ফেণাযুক্ত রক্ত নির্গত এবং কুক্ষিতে সূচি ভেদনবৎ বেদনা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যে রোগীর বল ও মাংস ক্ষয়, সত্বর রোগবৃদ্ধি এবং অরুচি হইলে সে বড় জোড় তিন দিন বাঁচিয়া থাকে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরকসংহিতা অনুবাদে
ইন্দ্রিয় স্থানে যস্য শ্যাবীয় ইন্দ্রিয় নাম
নবম অধ্যায়।

সদ্যোমরণীয় ইন্দ্রিয় নাম-দশম অধ্যায়।

সদ্য মৃত্যু চিহ্ন।

যাহার হৃদয়ে বাতষ্ঠীলা রোগ সম্যক্ রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, সে যদি পিপাসায় অভিভূত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

শরীরে বায়ু বিচরণ করিতে করিতে হাঁটু দ্বয় শিথিল ও নাক বাঁকিয়া গেলে সেই বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহার জীবন সংহার করে।

হিক্কা রোগে হৃদয় স্বস্থান চ্যুত ও দারুণ অন্তর্দাহ হইলে সন্তই তাহার মৃত্যু হয়।

মাংস রক্তক্ষীণ অথচ বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে মন্যাদ্বয়ের ক্লেশ জন্মায়, ঐ বায়ু সন্তই তাহার প্রাণ সংহার করে।

বায়ু যাহার পার্শ্বস্থ অস্থির অগ্রভাগ বিস্তার পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে বেদনা জন্মায়, অপর তাহার যদি চক্ষু স্থির ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে তবে সে সন্তই মরে।

বায়ু বলবান্ হইয়া মলদ্বার ও হৃদয়ে প্রবল বেদনা জন্মাইলে, দুর্ব্বলরোগীর জীবন শীঘ্র যায়।

বলবান্ বায়ু বঙ্ক্ষণ ও মলদ্বারে বেদনা উৎপাদন করিয়া শ্বাস রোগ জন্মায়, তবে সন্তই মৃত্যু হয়।

নাভি, বস্তি, মস্তক, মল ও মূত্র বায়ু দ্বারা বিরুদ্ধ হইয়া শূল হইলে ঐ বায়ুই মৃত্যুর কারণ জানিবে।

বাত জনিত শূলে যাহার বঙ্ক্ষণ ছেদনবৎ যাতনা হয় অথচ ভেদ ও তৃষ্ণা অধিক হইলে, সে শীঘ্রই প্রাণ-ত্যাগ করে।

বায়ু দ্বারা শরীর আচ্ছন্ন ভেদ ও তৃষ্ণা অধিক হইলে, সে সন্তই মরে।

বাত জনিত শরীরে শোথ, ভেদ ও তৃষ্ণা দেখা দিলে, সে সন্তই মরে।

যাহার আমাশয়ে পরিকর্ত্তনবৎ বেদনা, তৃষ্ণা এবং মলদ্বারে উগ্রবেদনা, সে সন্তই মরে।

বায়ু পক্বাশয়ে থাকিয়া সংজ্ঞা হরণ পূর্ব্বক কণ্ঠে শ্লেষ্মা জনিত ঘর ঘর শব্দ জন্মিলে রোগী সদ্যই মরে।

যাহার দাঁত সকল কাদা লেপার ন্যায় ও মুখ চূর্ণের দ্বারা পরিপূর্ণ বোধ হয়, ঘর্ম্ম বা দেহ শিথিল হইলে, তাহার মৃত্যু চিহ্ন বলিয়া জানিবে।

তৃষ্ণা, শ্বাস, শিরোরোগ, মোহ, দৌর্ব্বল্য এবং কণ্ঠকূজন এই সমুদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অতীসার দ্বারা পীড়িত হয় সে শীঘ্রই মরে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরকসংহিতা অনুবাদে
ইন্দ্রিয় স্থানে সদ্য মরণীয় ইন্দ্রিয় নাম
দশম অধ্যায়।

অনুজ্যোতীয় ইন্দ্রিয় নাম-একাদশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ।

যাহার সর্ব্বদা মন্দাগ্নি, চিত্তচাঞ্চল্য, দুশ্ছায়া, মনের দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে অভিভূত হইয়া, কোন বিষয়ে মন না লাগিলে, সে বৎসরের মধ্যেই মরিবেক।

কাকাদি বলিভোজী প্রাণীদিগকে বলি দিয়া সেই বলি ভোজন না করিলে, সে সম্বৎসরের মধ্যেই মরে।

যে সপ্তর্ষিগণের নিকটস্থ অরুন্ধতী নামক নক্ষত্র দেখিতে না পায়, সে সেই বৎসরেই মরে।

অস্বাভাবিক রূপে অকারণ শোভা, দেহের উপচয়, ধন বা শোভাদির হানি হইলে, সে আর সে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বাঁচে না।

বিনা কারণে ভক্তি, শীল, স্মৃতি, বদান্যতা, বুদ্ধি ও

বল এই ছয়টির নিবৃত্তি হইলে, সে নিশ্চয়ই ছয় মাসের মধ্যে মরিবে।

কপালে অপূর্ব্ব শিরা সকল দৃষ্ট হইলে সে ছয় মাসের মধ্যেই মরে।

যাহার কপালে বালচন্দ্রের ন্যায় বাঁকা রেখা সকল দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তাহার ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যু হয়।

মাতালের ন্যায় যাহার শরীর কম্প, মোহ, গতি এবং বচন উপলব্ধি হয়, সে এক মাসের মধ্যেই মরে।

যাহার মল, মূত্র ও শুক্র আদি জলে ডুবিয়া যায়, এবং জলে দ্বেষ করে তাহার মাসান্তে মরণ হইবে।

দেহ ব্যতিরেকে যাহার মুখ, হাত ও পা শুকাইয়া যায়, বা শোথ যুক্ত হয়, তাহার এক মাসের মধ্যেই মরণ হয়।

কপাল, মাথা বা বস্তিদেশ নীলবর্ণ, বাল চন্দ্রের ন্যায় বাঁকা রেখা দৃষ্ট হয়, সে কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

শরীরে প্রবাল সদৃশ মসূরিকা অর্থাৎ বসন্ত উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইলে, সে শীঘ্রই মরে।

যাহার ঘাড়ে অত্যন্ত বেদনা, জিহ্বায় শোথ, ব্রধ্ন, মুখ ও গলদেশ পাকিয়া উঠে, তবে তাহার জীবন শেষ হইয়াছে জানিবে।

ভ্রান্তি, প্রলাপ ও নিদারুণ অস্থি ভঙ্গ এই তিনটি মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ।

মোহ প্রাপ্ত, কেশ উৎপাটন, বলহীন হইয়াও সুস্থাবস্থার ন্যায় আহার শক্তি এই সমুদায় মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ।

চোখের কাছে আঙুল রাখিয়া অন্বেষণ করে, উর্দ্ধ নেত্র ও নির্নিমেষ হইয়া বিস্মিত হয়, শয়ন, আসন, বিলেপন ইত্যাদি নাই বলিয়া মুগ্ধ হওত অন্বেষণ করিতে থাকে, তবে তাহার মরণ নিশ্চয় জানিবে।

হাস্যের বিষয় না হইলেও তাহা, দেখিয়া যে হাঁসিতে হাঁসিতে ওষ্ঠদ্বয় লেহন করিতে থাকে অপর যাহার হাত পা ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ঠাণ্ডা হয়; সে আর বাঁচে না।

কালে ধরিলে নিকটস্থ আত্মীয় বা অন্য কোন জনকে দেখিয়াও দেখে না কিন্তু তাহাদিগকে ডাকিতে থাকে।

শ্রোত্র আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনটি অযোগ বা অতিযোগ দেখিলে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ দিবেন না।

রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হেতু মানসিক বলের ক্ষয় হইলে মৃত্যু হয়।

মানবের আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিলে স্বর, বর্ণ, অগ্নি, ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনোবল ক্রমে হীন হইতে থাকে. সর্ব্বদা নিদ্রা বা অনিদ্রা হয়।

চিকিৎসক, ঔষধ, পান, অন্ন, গুরু এবং মিত্র এই সমুদায়কে দ্বেষ করিলে নিকট মরণ জানিবে।

আয়ুঃ শেষ হইলে সমুদায় ঔষধই ব্যর্থ হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরকসংহিতা
অনুবাদে ইন্দ্রিয়স্থানে অণুজ্যোতীয়
ইন্দ্রিয় নাম একাদশ অধ্যায়।

গোময়চূর্ণীয় নাম- দ্বাদশ অধ্যায়।

আসন্ন জীবন।

যাহার মাথায় গোময়চূর্ণের ন্যায় এক প্রকার চূর্ণ জন্মে, আর ঐ চূর্ণ যদি স্নেহের সহিত পতিত হয়, তবে তাহার জীবনের এক মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিবে।

বিকারে পা ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং যাহার কাঁধ দুইটি সন্ধিবন্ধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ হয় অথচ ঐ অবস্থায় পরিধাবিত হয়, সে আর বাঁচে না।

স্নান ও অনুলেপনের পর সমস্ত গা ভিজা থাকিতে থাকিতেই বুক শুকায়, সে পনর দিনের অধিক আর বাঁচিয়া থাকে না।

চিকিৎসক যাহার জন্য যত্ন করিয়াও ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারে না, তাহার মরণ নিকট।

ফলদায়ক ঔষধে যাহার ফল না হয়, সে কখনই বাঁচে না।

দূতাধিকার।

চিকিৎসক দূতকে (যে ডাকিতে যায়) এলোচুলে উলঙ্গ এবং অশুচি অবস্থায় আসিতে দেখিয়া রোগীর মরণ নিশ্চয় করিবেন।

দূত, চিকিৎসকের নিদ্রাবস্থায় বা চিকিৎসক কোন বস্তু ছেদ বা ভেদ করিতেছে, এমত সময়ে ডাকিতে আসিলে জ্ঞানবান্ চিকিৎসক চিকিৎসার জন্য গমন করেন না।

চিকিৎসক হোম এবং পিতৃলোকের পিণ্ড দিতেছে, এমত সময়ে ডাকিতে আসিলে, সে দূত রোগীকে মারিতে

ইচ্ছুক এবং বধও করিয়া থাকে।

যাহাদের আসন্ন মৃত্যু তাহাদের দূত চিকিৎসকের অপ্রশস্ত বিষয় বলিবার ব চিন্তা করিবার সময় আসিয়া থাকে।

বৈদ্য যখন মৃত, দগ্ধ ব বিনষ্ট বস্তুর বা অন্য কোন অপ্রশস্ত বিষয় ভজন বা কথা বলিতে থাকে, সেই সময়েই আসন্ন মৃত্যু রোগীর দূত আসিয়া থাকে।

দেশ বা কাল বিকারের সময় দূত ডাকিতে আসিলে সে রোগীর চিকিৎসা করা চিকিৎসকের উচিত নহে।

গাধা উট বা রথ বহনে দূতকে আসিতে দেখিয়া চিকিৎসক রোগীর অমঙ্গল জানিবেন।

মুমূর্ষু ব্যক্তির দূত চিকিৎসকের সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বে খড়, ভুষি, মাংস, হাড়, কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ঝাঁটা, মুসল, কুলা, ছেঁড়া, জুতা, ছেঁড়া চামড়া, ঘাস, কাট, তুষ, আগুণ, ডেলা, ছাই স্পর্শ করিতে করিতে কথা বলিয়া থাকে।

চিকিৎসক, দূত মুখে রোগীর কথা শুনিবার সময় অশুভ দেখিলে, সে রোগীর চিকিৎসা করিতে যাওয়া উচিত নহে।

দূতের রোগীর সম্বন্ধে কথা বলিবার পূর্ব্বে কুক্রিয়াসক্ত, প্রেত, প্রেতালঙ্কার, ভাঙ্গা-দগ্ধ ও বিনষ্ট বস্তুর দর্শন বা ঐ ভাঙা আদি বস্তু সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণ, কটু ও তীব্ররস, দেহে মৃতগন্ধ, সর্পাদি স্পর্শ ইত্যাদি কোন অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইলে, বৈদ্য দূতের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া থাকেন।

ঔৎপাতিক লক্ষণ দর্শনে রোগীর গৃহে চিকিৎসার্থ গমন নিষেধ।

বৈদ্য রোগীর গৃহে যাইবার সময় পথে হাঁচি, মেষ-শব্দ, পদস্খলন, পতন, ভৎর্সনা, প্রহার, নিষেধ, কলহ, ছেঁড়া কাপড় পড়া, ছেঁড়া কাপড় মাথায় বান্ধা ও ছেঁড়া চাদর, ছেঁড়া জুতা ও মরাজন্তু এই সমুদায় দেখিলে, চৈত্য, ধ্বজ, পতাকা ও জলপূর্ণ কলসীর পতন, হতপ্রবাদ, অনিষ্ট প্রবাদ, ভস্ম বা ধুলায় অবকীর্ণ, বিড়াল, কুকুর বা সাপ ইহারা সমুখ দিয়া চলিয়া গেলে, মৃগ, পক্ষী ও ব্যাঘ্র আদির শব্দ, সূর্য্যমুখে ও চিৎহইয়া শায়িত, যানে অধি-ষ্ঠিত বা আরোহিত ব্যক্তি দর্শন এইরূপ অপ্রশস্ত লক্ষণকে পণ্ডিতেরা ঔৎপাতিক লক্ষণ বলিয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ বৈদ্য পথে এই সকল দেখিলে বা শুনিলে রোগীর গৃহে কখনও গমন করেন না।

বৈদ্য রোগীর গৃহে প্রবেশ সময়ে পূর্ণকুম্ভ, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল, ঘৃত, বৃষ, ব্রাহ্মণ, রত্ন, দেবতা নির্গমন, অগ্নিপূর্ণ-ভগ্ন ও খণ্ডিত পাত্র দেখিলে রোগী মুমূর্ষু হইয়াছে জানিবেন।

মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহস্থ লোকেরা ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ, ভগ্ন, মুদিত ও দুর্ব্বল বস্তু সকল সেবা করিয়া থাকে।

যাহার শয়ন, বসন, যান, গমন ও ভোজন অশুভ এবং যাহার অশুভ রোদন শব্দ শুনা যায়, তাহার আর চিকিৎসা নাই জানিবে।

আত্মীয়গণ যাহার শয়ন, বসন, যান বা অন্য কোন পরিচ্ছদ, প্রেত পরিচ্ছদের ন্যায় অনুভব করে, তাহাকে প্রেত বলিয়া জানিবে।

যে রোগীর অন্নপাক ভাল রূপে হয় না অথচ নির্ব্বাত স্থানে কাষ্ঠে আগুন থাকিয়াও নিবিয়া যায়, তবে তাহারও চিকিৎসা নাই।

যে রোগীর গৃহে পাত্রাদি ভঙ্গ এবং উহার অত্যন্ত শুদ্ধ হইলে, সে রোগীর জীবন দুর্লভ।

যাহাদের চিকিৎসায় কোন ফল হয় না।

যাহাদের শরীরের এবং সমুদায় অঙ্গের বল হানি; শ্বাস রহিত, চেষ্টা নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয় বিনাশ, কালের ন্যায় যাতনা, বৃথা ঔৎসুক্য, মনে ভয়, স্মৃতি নাশ, পাপজনিত রোগের বৃদ্ধি, ওজ ও তেজের নাশ, আচরণের অন্যথা ভাব, ভক্তি হীন, প্রতিবিম্ব ও কান্তির বিকৃতি, শুক্রক্ষরণ, বায়ুর স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধে গমন, মাংস ও রক্তের ক্ষয়, উষ্মা নাশ, সন্ধি বিশ্লেষ, গন্ধের বিকৃতি, বর্ণ ও স্বরের ভেদ, দেহের বিবর্ণ ও শুষ্ক, মাথায়ধুম ও চুর্ণের আবির্ভাব, স্পন্দিত স্থান স্তম্ভিত এবং স্তব্ধ স্থান স্পন্দিত, দেহের শীত, উষ্ণ, মৃদু ও দারুণ গুণ সমুদায়ের অন্যথা ভাব ও রূপের বিপর্য্যয় হইলে চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া যায় না। অপর নানা কারণে উৎপন্ন ক্রুর রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফল হয় না।

বিনষ্ট লোকের লক্ষণ।

যে সকল মনুষ্য বিনষ্ট হইবে, তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, চেষ্টা, বুদ্ধি, মন ও ওজ ধ্বংস হয়। তাহাদের চিকিৎসার প্রবৃত্তির সময়ে নানা প্রকার অদ্ভুত ঘটনা হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি প্রায় নিদারুণ স্বপ্ন দর্শন

করে। উহাদের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হয় এবং প্রিয়জনেরা প্রায় বিরোধী হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির মৃত্যু লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায়, প্রকৃতির হীনতা ও বিকৃতির বৃদ্ধি হয়। অপর উহাদের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট জনক ঔৎপাতিক ঘটনা সকল লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রশস্ত দূত।

যে সকল দূত শুভাচারী, হৃষ্ট, সম্পূর্ণ আচার বিশিষ্ট, যশের আকাঙ্ক্ষী, শুক্লবস্ত্রধারী, যাহাদের মস্তক শিখা-যুক্ত ও অজটিল, যাহারা জাতি, বেশ ও কার্য্যে গণ্য; গাধা ও উট যানে আরোহণ না করিয়া, রিক্তা যুক্ত চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী এই কয়েকটি অশুভ তিথি ব্যতিরেকে অন্য তিথিতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ভিন্ন অন্য সময়ে শুভ নক্ষত্রে বৈদ্যের বাড়ী যায়। আর যাহারা মধ্যাহ্ন, অর্দ্ধ-রাত্রি, ভুমিকম্প, গ্রহণ সময় ও অপ্রশস্ত দেশে উপস্থিত না হয় এবং ঔৎপাতিক লক্ষণ দর্শন না করিয়াছে, ব্যস্ত নহে অথচ আজ্ঞাবহ, চিকিৎসকেরা সেই সকল দূতকে প্রশস্ত বলিয়া থাকেন।

বৈদ্য রোগীর গৃহে প্রবেশ সময়ে আরোগ্য সুচক প্রশস্ত লক্ষণ।

দধি, আতপচাউল, ব্রাহ্মণ, বৃষ, নৃপ, রত্ন, পূর্ণ কুম্ভ, সাদা ঘোঁড়া, ইন্দ্র ধ্বজ, পতাকা, ফল, যাচক, বর্দ্ধন শীলা কন্যা, একটি মাত্র বদ্ধ পশু, হলাদি দ্বারা কৃষ্ট ভুমি, প্রজ্বলিত অগ্নি, মোদক, সাদা ফুল, চন্দন, মনোহর অন্ন ও পান, মনুষ্য পূর্ণ গাড়ি, সবৎসা গাভি-ঘোটকী-স্ত্রী, চকোর, সারস, চাতক, হংস নীলকণ্ঠ পক্ষী, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, হস্তী

শঙ্খ, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃত, লবণ, দর্পণ, শ্বেতসরিষা ও গোরোচনা দর্শন; সুগন্ধ গন্ধ, শুক্লবর্ণ, মধুররস, উৎকৃষ্ট মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যদিগের শুভ শব্দ, ছাতা, ধ্বজা, ও পতাকার উৎক্ষেপণ ও ইতস্ততঃ দোলন, ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি, পুণ্যাহ শব্দ; বেদধ্বনি এবং সুখজনক বায়ু এই সমুদায় রোগী গৃহে প্রবেশ কালীন চিকিৎসক দর্শন করিলে, প্রশস্ত লক্ষণ জানিবে।

চিকিৎসার ফল।

যে স্থানে রোগীর সহিত গৃহস্থদিগের সকল ব্যক্তিই মঙ্গলাচার সম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান্, অনুকূল, চিকিৎসা ও স্বস্ত্যয়নের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য সম্পন্ন, ধনবান্, ঐশ্বর্য্যশালী, সুখী, চিকিৎসার আবশ্যকীয় বস্তু অনায়াসে পাওয়া যায়, সেখানে চিকিৎসার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে।

শুভ স্বপ্ন।

স্বপ্নাবস্থায় ঘর, বাড়ী, পর্ব্বত, হাতী, ঘোঁড়া, বৃষ ও পুরুষের আরোহণ; চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভি ও যশস্বী পুরুষ দর্শন; সমুদ্রে সন্তরণ; সমুদ্রের বৃদ্ধি দর্শন; সঙ্কট হইতে নিস্তার; প্রসন্ন দেবতা ও পিতৃলোকের সহিত আলাপ; শুক্ল বস্ত্র ও নির্ম্মলহ্রদ প্রভৃতি দর্শন; মাংস, মৎস্য, বিষ, অপবিত্রবস্তু, ছাতা ও দর্পণ গ্রহণ; কোন রূপ শুক্ল পুষ্পের দর্শন; গো, অশ্ব, রথ ইত্যাদি যানে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে গমন, রোদন, পড়িয়া উঠা এবং শত্রুর পরাভব এই সমুদায় শুভ বলিয়া জানিবে।

রোগ সাধ্য ও আরোগ্যের লক্ষণ।

রোগীর মন সত্ত্বগুণ প্রধান হয়, দৈব ও ব্রাহ্মণে ভক্তি থাকে, মনে কোন রূপ ঘৃণা না হয়, তাহা হইলে সে রোগীর রোগ সাধ্য বলিয়া জানিবে এবং তাহা এক প্রকার আরোগ্যের লক্ষণ।

শুভ লক্ষণ পুরুষের লাভ।

শুভ লক্ষণ পুরুষ আরোগ্য বশতঃ যশ, আয়ু, সুখ ও অন্যান্য অভিলষিত ভাব সকল লাভ করে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের চরকসংহিতা অনুবাদে
ইন্দ্রিয় স্থানে গোময়চূর্ণীয় নাম
দ্বাদশ অধ্যায়।

মৃত্যু পরিচয় অর্থাৎ চরক সংহিতায়
ইন্দ্রিয় স্থান সমাপ্ত।